

Unit - III

Brief overview of Methods & Approaches of language teaching

সংক্ষিপ্ত ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রশ্ন - (মাত্র - ৫/১০)

২. কবিতা বা কাব্য বলতে কী বোঝায়? কবিতা  
চারটির উদাহরণ দিলে কী?

উঃ- আবিষ্কৃত 'দুঃখ' - আলাদা কবিতা বলা  
সহ্য। সেই অর্থে 'দুঃখ' কবিতার প্রশ্ন।  
দুঃখ কবিতাকে তবু: অকণ্ঠস্বরে কৈশিক  
উল্লীত হতে আহ্বান করে, নিবৃত্তি দুঃখ  
কবিতার যেমত কথা নহে, (কালবিক্রম) হৃদ-  
মাত, অপরিহার্য থাকে অবশ্যমুখী বান-  
বিশ্রামকে কবিতা বলা হয়।

Wordsworth বলেছেন - "poetry is the  
spontaneous overflow of  
powerful feeling recollected  
in tranquillity."

অসীম আলোকবিরুদ্ধতা বলেছেন - 'বাক্য  
বস্তুস্বরূপে কাব্য' অর্থাৎ  
বস্তুস্বরূপে বাক্যই কাব্য।

কবিতা চারটির মূল উদ্দেশ্য - ১. আনন্দ উপলব্ধি  
আনন্দ আনন্দময়। অর্থাৎ কবিতার, প্রকৃত  
উদ্দেশ্য - ২. আনন্দ সুখ। আর ৩. আনন্দ  
উপলব্ধি আনন্দ চারটির মূল উদ্দেশ্য - ৪. আনন্দ  
আনন্দ - কবিতার অর্থ উদ্দেশ্য - ২. আনন্দ  
আনন্দময়। কবিতা কবিতার - উদ্দেশ্য  
স্বভাব - ২. আনন্দ আনন্দময় -



①  $\text{Cu}^{2+}$   $\text{Zn}^{2+}$  3 ②  $\text{Fe}^{2+}$   $\text{Zn}^{2+}$

ક્રમ અમરકાંત ૨૪ -

- [illegible]

গোণ-উল্লিহিত

- (ক) - প্রতিষ্ঠা করে নিম্নলিখিত আয় - কো,
  - (খ) - প্রতিষ্ঠা করে ও নিম্নলিখিত আয় - কো,
    - (গ) - প্রতিষ্ঠা করে ও নিম্নলিখিত আয় - কো,
      - (ঘ) - প্রতিষ্ঠা করে ও নিম্নলিখিত আয় - কো,

১৪  
 ১৫  
 ১৬  
 ১৭  
 ১৮  
 ১৯  
 ২০  
 ২১  
 ২২  
 ২৩  
 ২৪  
 ২৫  
 ২৬  
 ২৭  
 ২৮  
 ২৯  
 ৩০  
 ৩১  
 ৩২  
 ৩৩  
 ৩৪  
 ৩৫  
 ৩৬  
 ৩৭  
 ৩৮  
 ৩৯  
 ৪০  
 ৪১  
 ৪২  
 ৪৩  
 ৪৪  
 ৪৫  
 ৪৬  
 ৪৭  
 ৪৮  
 ৪৯  
 ৫০  
 ৫১  
 ৫২  
 ৫৩  
 ৫৪  
 ৫৫  
 ৫৬  
 ৫৭  
 ৫৮  
 ৫৯  
 ৬০  
 ৬১  
 ৬২  
 ৬৩  
 ৬৪  
 ৬৫  
 ৬৬  
 ৬৭  
 ৬৮  
 ৬৯  
 ৭০  
 ৭১  
 ৭২  
 ৭৩  
 ৭৪  
 ৭৫  
 ৭৬  
 ৭৭  
 ৭৮  
 ৭৯  
 ৮০  
 ৮১  
 ৮২  
 ৮৩  
 ৮৪  
 ৮৫  
 ৮৬  
 ৮৭  
 ৮৮  
 ৮৯  
 ৯০  
 ৯১  
 ৯২  
 ৯৩  
 ৯৪  
 ৯৫  
 ৯৬  
 ৯৭  
 ৯৮  
 ৯৯  
 ১০০



① କଳିତା ପାଠେ ନାନା ପଦ୍ଧତିରୁଲି ଆଲୋଚନା

ଅଥବା  
ହାତୀ ସିମାର ନିକ୍ଷେପୀ-କଳିତା ପାଠେ ଓଡ଼ିଆ  
କବିତା ନିକ୍ଷେପୀ-କଳିତା ଆଲୋଚନା

ଉ:- କବିତାରେ 'ଦୁକର୍ତ୍ତ' ପଦକୁ କେବଳ ତଳା ହୁଏ  
ଦୁକର୍ତ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ କଳିତାରେ ନାହିଁ, ବଳାଗୁଣ  
ଦୁକର୍ତ୍ତ କଳିତାରେ ତର ଦୁକର୍ତ୍ତରୁ ବିଶିଷ୍ଟ  
ଓଡ଼ିଆରୁ ହିନ୍ଦୀ ଆହୁରି କାବ, ଆହୁରି  
ନିକ୍ଷେପୀର ନିକ୍ଷେପୀ କଳିତା ପଦ୍ଧତିରୁ  
ନାନା ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥଳିତ ଆହୁରି। ଆହୁରି ହି-

② ଗୀତ 3 ଆଠବର୍ଷ ସ୍ମରଣୀ-

② ଅର୍ଥବୋଧ ସ୍ମରଣୀ

③ ଭୁଲନା ପଦ୍ଧତି

④ ସ୍ୱପ୍ନନା ପଦ୍ଧତି

⑤ ବ୍ୟାଧିର ସ୍ମରଣୀ

⑥ ବ୍ୟାଧି ସ୍ମରଣୀ

⑦ ନିଷ୍ପାସନ-ପଦ୍ଧତି

⑧ ଅନୁସ୍ଥାପନ-ପଦ୍ଧତି



20 - 6/11/20

② वाक्य-विश्लेषण उदाहरण दी

ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ

[illegible]

(୨) ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆକାର ଓ ଆକାର ଅନୁସାରେ ଏହା  
ଓ ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଏହି କ୍ରମ  
ଉପଯୋଗୀ ହେବ,

(১) ক্রমিক - নিচের মাটির নিষ্কাশীকরণ ও  
আমলা গুলি

(4) विश्वम्भीतः नून नून खलु विश्वम्भीतः  
ततोऽपि - आभूत् ततोऽपि ततोऽपि



(5) ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରୀ, ବିଶ୍ୱାସୀ  
ଫାମିଲି ଡାକ୍ତରୀ, ଡାକ୍ତରୀ ଡାକ୍ତରୀ  
ସିମ୍ପଲିସିଟି, ଡାକ୍ତରୀ,

⑥  
 ଗ୍ରାହକ- ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ୍  
 ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମୁଦ୍ରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା  
 ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ,

⑥ ગાલન નિષ્કર માર્ગ દ્વારા નિષ્કર્ષીત  
મુકિત ૩ નિષ્કર્ષીત નિષ્કર્ષીત

⑥

ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା  
ଏବଂ ଏକ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା  
ଯାହା ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା

ਅਮਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਾਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਫੰਡ  
ਨਿਯੰਤਰਣ ਫੰਡ ਆਰ, ਫੰਡਾਂ ਅਨੁਮਾਪਿਤ ਫੰਡ  
ਨਿਯੰਤਰਣ ਫੰਡਾਂ ਫੰਡ ਆਰ 3 ਮਾਹਿਤ  
ਨਿਯੰਤਰਣ ਫੰਡਾਂ 2, (ਮੇਰੇ ਫੰਡਾਂ) ਫੰਡਾਂ  
ਨਿਯੰਤਰਣ ਫੰਡਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ  
ਨਿਯੰਤਰਣ 2,



୧) ବାଘର ନିକାସନମାନ ବାଦ୍ଯତିରୂପି କି?

ଉ- ଡାକ୍ତା ନିକାସନ - ବାଘର - ଆଠିଏ ସ୍ଥାନର  
- ଅନ୍ଧାଧିକାର, ବାଘର - ଆଠି ଦୁଇଟି ଡାକ୍ତା ନିକାସ  
- ଡାକ୍ତା ନିକାସ - ୨୦ ବାଠି ନା, ଡାକ୍ତା ନିକାସ  
- ଶ୍ରୀତି ରୂପିନିତ ବାଘର ନିକାସନମାନ ସ୍ଥାନ  
- ଆଠିଏଟି - ଆଲକା ଆଲକା, ନିକାସନ  
- ନିକାସନ ନିକାସନମାନ ବାଦ୍ଯତିରୂପି ଅଲକା  
- ଏବଂ ବାଘର ନିକାସନମାନ ଡାକ୍ତା ନିକାସ,

୧) ଡାକ୍ତା ବାଦ୍ଯତି -

୧) ଡାକ୍ତା ବାଦ୍ଯତି -

୨) ଆଠିଏଟି ବାଦ୍ଯତି -

୩) ଆଠିଏଟି ବାଦ୍ଯତି -

୪) ନିକାସନମାନ ବାଦ୍ଯତି -

୫) - ଆଠିଏଟି ବାଦ୍ଯତି -

୬) - ଆଠିଏଟି ବାଦ୍ଯତି -

(৩) ধারণা পাঠ বা আয়ত্তীকরণ: কতকগুলি বিষয় থাকে, যেগুলি পাঠ করা হয় এবং সাধারণ ধারণা সৃষ্টির জন্য। নিখুঁত বিচারবিশ্লেষণ এই জাতীয় পাঠের উদ্দেশ্য নয়। সাধারণভাবে দ্রুতপাঠের মাধ্যমে লেখকের বক্তব্য সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা সৃষ্টির জন্য যে পাঠের ব্যবহার করা হয়, তাকে ধারণা পাঠ বা Comprehensive Study বলা হয়। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, দ্রুত পঠনের বিভিন্ন পুস্তক এই ধারণা পাঠের মাধ্যমে অনুশীলন করা হয়। অনেকে আবার একে আয়ত্তীকরণ পাঠ বলে থাকেন।

**প্রশ্ন:** বাংলা বানান ভুলের কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

**উত্তর:** ভাষার ২টি প্রধান রূপ হল কথ্য এবং লেখ্য। কথ্য ভাষায় বানানের প্রয়োজন পড়ে না। সঠিক বানান জানা থাকলে কথ্য উচ্চারণ পরিশীলিত ও মার্জিত হয়। কিন্তু ভাষার লেখ্য রূপটিকে প্রকাশ করতে গেলে বানান তথা শব্দের বিন্যস্ত বর্ণসমূহকে জানতে হয়। বর্ণবিন্যাস ঠিকঠাক না হলে শব্দের ও বাক্যের অর্থ কিংবা ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। অর্থহীনতা কিংবা অর্থবিকৃতির সমস্যা সৃষ্টি হবে। ভাষার লেখ্য রূপটির সামগ্রিকতা নষ্ট হয় বানান ভ্রান্তির কারণে।

বানান ভুলের কারণ: আমরা বানান ভুলের কারণগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি—(১) পারিবেশিক কারণ, (২) মানসিক কারণ, (৩) ভাষাতাত্ত্বিক কারণ এবং অন্যান্য কারণও কিছু আছে।

(১) বানান ভুলের পারিবেশিক কারণ: পরিবেশের মধ্যে ত্রুটি থাকলে শিক্ষার্থীদের উপর তার প্রভাব পড়বেই। বানানের ক্ষেত্রেও এই প্রভাব দেখা যায়। যেমন—

(ক) সামাজিক পরিবেশের ভুল বানান সংস্কৃতি: রাজনৈতিক দেওয়াল লিখনে, বিভিন্ন পোস্টারে, টিভি চ্যানেলের পরিবেশনে, ব্যাবসায়িক বিজ্ঞাপনে—সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে ভুল বানান নিশ্চিত লেখা হয়ে থাকে। ইন্টারনেটের বাংলা সাইটগুলিতে প্রচুর বানান ভুল চোখে পড়ে।

(খ) পাঠ্যপুস্তক বানান ভুল: পাঠ্যবইকে শিক্ষার্থীরা চোখ বন্ধ করে ভরসা করে বইতে ছাপা শব্দের বানানগুলি শিক্ষার্থীরা অপ্রাস্ত্য বলে বিশ্বাস করে। মুদ্রণ-প্রমাদে কারণে যে ভুল বানানগুলি থেকে যায়, সেগুলি শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে।

(গ) আঞ্চলিকতার প্রভাবে বানান ভুল: আমাদের মাতৃভাষা বাংলার আদর্শ রূপটির পাশাপাশি আঞ্চলিক রূপগুলিও অবস্থান করেছে। আঞ্চলিকতার কারণে ‘স’, ‘শ’, ‘ড়’ ও ‘র’-এর মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষা ভজিমায় আবার শ/স-কে ‘চ’ উচ্চারণ করা হয়। এই উচ্চারণ অভ্যাসগুলি লিখিত বানানে এসে যায় অনেক সময়।

(ঘ) শ্রদ্ধার অভাব: মাতৃভাষার প্রতি সর্বস্তরে শ্রদ্ধার অভাব শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে। এর ফলে সঠিক বানান শেখার প্রতি উদাসীনতা লক্ষ করা যায়।



(২) বানান ভুলের মনস্তাত্ত্বিক কারণ: আমরা যে আচরণই সম্পাদন করি না কেন, তার প্রত্যেকটির পিছনে থাকে মনোগত নির্দেশনা। মনের মধ্যে সমস্যা থাকলে অন্য সব কিছুর সঙ্গে বানানও সমস্যাক্রান্ত হবে। মানসিক স্তরের কারণগুলি নিম্নরূপ—

(ক) বানান শেখার আগ্রহের অভাব: বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বানান শেখার আগ্রহ খুব কম। ভোগবাদী সমাজে অণু পরিবারগুলির সন্তানেরা অনেকেই সমস্ত পণ্য উপকরণ না চাইতেই পেয়ে যাওয়ার ফলে মারাত্মক নিরাপত্তাহীনতা এবং উদাসীন্যের মানসিক জটিলতায় ভুগতে থাকে। একা একা বাবা-মায়ের দিশাহীন ভালোবাসা, কৌতূহল, আগ্রহ, উৎসাহ শিক্ষার্থীদের ক্ষুধাকে নষ্ট করে দেয়। সবকিছুর সঙ্গে হাতের অক্ষর যেমন সৃজনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়, বানানও হয় ভুলে ভরা। মাতৃভাষার সর্বনাশ হয়।

(খ) শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের অভাব: ‘শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্’—দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি বিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষার্থীরা অনেকেই এই প্রবচনটির সঙ্গে পরিচিত নয় বা পরিচিত হলেও প্রবচনটিকে শিখে ফেলার সুযোগ বিদ্যালয় কিংবা গৃহপরিবেশে তাদের হয়নি। অথচ বড়োরা জানেন, কোনো বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে গেলে সেই বিষয়টিকে ভালোবাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে।

অশ্রদ্ধা ভালোবাসাহীনতা দ্বারা আমরা জ্ঞানকে স্পর্শ করতে বা অনুভব করতে পারি না। ঠিক একইভাবে, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব ও ভালোবাসার অভাব আমাদের মাতৃভাষার বানান সমস্যার পরিসরগুলি তৈরি করে দিচ্ছে।

(গ) বয়ঃসন্ধির সমস্যা: বয়ঃসন্ধিকালের নিজস্ব সমস্যাগুলির বানান ভুলের অন্যতম কারণ। বয়ঃসন্ধিকালকে মানসিক ঝড়ঝঞ্ঝা কাল বলা হয়। মনের মধ্যে শরীর ও মনের পরিবর্তনগুলিকে আলোড়ন সৃষ্টি করতে থাকে। নানান নতুন নতুন চাহিদা এবং চাহিদার অতৃপ্তিজনিত বিচলন শিক্ষার্থীকে অন্যমনস্ক করে দেয় বারবার। এই বয়সোচিত অন্যমনস্কতা, অস্থিরতার কারণে বানান ভুল হয়ে যায়।

(ঘ) মানসিক বিক্ষোভ: মানসিক বিক্ষোভ বিচলন থেকেও বানান ভুল হয়। দৈনন্দিন জীবনের নানান টানাপোড়েন বড়োদের মতো শিশুমনকেও বিচলিত করে। লিখতে বসার আগে মনের মধ্যে ক্রোধ, যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, উদ্বেগ প্রভৃতি নেতিবাচক সংক্ষোভগুলি তৈরি হলে প্রতি পদে যে-কোনো কাজেই যেমন ভুল হয়, তেমনি বানানেও ভুল হবে। এমন পরিস্থিতিতে জানা বানান, অভ্যস্ত বানানগুলিও ভুল হয়ে যায়। বিক্ষোভ বিচলন মনঃসংযোগে বাধা সৃষ্টি করে বলেই এমনটি হয়ে থাকে।

(৩) বানান ভুলের ভাষাতাত্ত্বিক কারণ

(ক) বর্ণ ও উচ্চারণ সামর্থ্যের বিরোধ: বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলি বর্ণ রয়েছে, যেগুলি আমরা খুব প্রশিক্ষিত না হলে সঠিকভাবে উচ্চারণ করে উঠতে পারি



না। যেমন—অন্তঃস্থ ‘য’, অন্তঃস্থ ‘ব’, ‘ন’, ‘ষ’ ইত্যাদি। এছাড়াও বেশ কিছু বর্ণ বানানে ব্যবহৃত হলেও আমাদের সাধারণ উচ্চারণে সেগুলির প্রকাশ ঘটে না। যেমন—ঈ, উ, এই ধ্বনিগুলির দীর্ঘমাত্রিক উচ্চারণ সাধারণ কথাবার্তায় থাকে না। ফলে ই, ঈ, উ, উ-এ বানান বিভ্রাট ঘটে। অন্তঃস্থ ‘য’ অন্তঃস্থ ‘ব’, ‘ন’, ‘ষ’-এর বানান বিশৃঙ্খলা তো অত্যন্ত বেশি পরিমাণেই শিক্ষার্থীদের লেখায় লক্ষ করা যায়।

(খ) বিভিন্ন বর্ণের অভিন্ন উচ্চারণ: বাংলা বর্ণমালায় সাধারণ উচ্চারণ রীতিতে বেশ কিছু বর্ণের অভিন্ন উচ্চারণ হয়ে থাকে অন্য বর্ণের সঙ্গে। যেমন—(ন, ণ) (অন্তঃস্থ ‘ব’ বর্ণীয় ‘ব’) (অন্তঃস্থ ‘য’ বর্ণীয় ‘জ’) (র ফলা ও ঋ), (য, শ, স)। এইসব বর্ণের উচ্চারণ সাম্য শিক্ষার্থীদের বানান বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন জুগিয়ে চলে পদে পদে।

(গ) প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ: কখনো-কখনো ভিন্নার্থক ২টি শব্দ সমোচ্চারিত হওয়ার কারণে সঠিক বানানটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংশয় তৈরি হয়, যার ফলে বানান ভুল হয়ে যায়। উদাহরণ—বাণ (ধনুকের তির) ও বান (বন্যা), সকল (সব) শকল (মাছের আঁশ)।

(ঘ) সন্ধি-সমাস-প্রত্যয় নত্ববিধান, যত্ববিধান সংক্রান্ত নির্দেশনা: নত্ববিধান, যত্ববিধানের তৎসম শব্দের বানানে সন্ধি-সমাস-প্রত্যয় নির্দেশনা তথা নিয়ম ব্যবহৃত হয়। এই সূত্র বা নিয়মগুলির পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে তৎসম বানানে ভুল হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের কাছে এতখানি ব্যাকরণ পারদর্শিতা আশা করা যায় না। যেমন—সন্ধি সূত্র না জানা থাকলে অত্যন্তকে অত্যাঁত লেখা, উপসর্গ না জানার জন্য দুর্গাকে দুর্গা লেখা বা প্রতিযোগী না লিখে প্রতিযোগি লেখা, নত্ববিধান-যত্ববিধান না জানার জন্য ‘দুষন’, ‘বরন’ ইত্যাদি লেখার চল শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, বড়োদের মধ্যে হামেশাই দেখা যায়।

বাংলা বানান ভুল প্রতিকারের উপায়

(১) শ্রুতিলিখনের অনুশীলন: সরব পাঠ শুনে লেখার অভ্যাস শিক্ষার্থীদের বানান দক্ষতা গড়ে তোলে। জানা বানান বারবার চর্চিত হওয়ার ফলে, সেই বানানকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

(২) আকর্ষণীয় ব্যাকরণ শিক্ষাদান: বিজ্ঞানসন্মত এবং আকর্ষণীয়ভাবে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে পারলে ‘বানান ভুল’ করার প্রবণতা অনেকখানি কম হয়। ভাষা শিক্ষক প্রচুর উদাহরণ বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণ পড়ালে শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক দৈনন্দিন বানানের রূপ-রহস্য উন্মোচিত হয়।

(৩) আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাকরণ শিক্ষাদান: বিশেষ থেকে সাধারণ সূত্রে আরোহন করাকেই আরোহী পদ্ধতি বলে। ব্যাকরণের পাঠ্যদানের ক্ষেত্রেই এই



পদ্ধতি ব্যবহৃত হলে প্রচুর উদাহরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাকরণের সূত্রগুলি শেখানো যায়। এই পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকরণ শিক্ষাদান যেমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, তেমনই বানান শেখার কাজটিও একই সঙ্গে মজাদার হয়ে ওঠে।

(৪) পড়ার পর লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা: শিক্ষার্থীরা পড়ার পর যদি সেই অংশটি লিখে ফেলে, তাহলে অনেকগুলি দিক থেকে সুফল পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের বিষয়বোধ স্বচ্ছ হয়, তাড়াতাড়ি পাঠ্য অংশটি আত্মস্থ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে বানানের অনুশীলনটিও হয়ে যায় সুন্দরভাবে।

(৫) Spelling Drill-এর ব্যবস্থা করা: শব্দ নির্মাণের মাধ্যমে নানান অনুশীলন তথা Spelling Drill বানান শিক্ষণের একটি মজাদার কৌশল। স্বল্প বয়সি শিক্ষার্থীদের কাছে এই খেলাচ্ছলে বানান শিক্ষণ পদ্ধতি যথেষ্ট আকর্ষণীয় এবং কার্যকরী। যেমন ‘মহাজন’ শব্দটির মধ্য থেকে কতরকম শব্দ বের করে নেওয়া যায়, তা শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা শব্দটি থেকে খেলাচ্ছলে খুঁজে বের করবে, মন, জন্য, মহান ইত্যাদি শব্দগুলি। শব্দ ও বানান নিয়ে এমন অনেক মজার মজার খেলা তৈরি করা যায়।

(৬) যথাযথ উচ্চারণ শেখানো: শ, স, ষ, ড, র প্রভৃতি ধ্বনিগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোনো কোনো শিক্ষার্থীর সমস্যা দেখা যায়। এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে মহাপ্রাণ, স্বল্পপ্রাণ, ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি এবং হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বরের সঠিক উচ্চারণ দক্ষতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে তোলা দরকার। আদর্শ সরব পাঠের মাধ্যমে, উচ্চারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে, নাট্যাভিনয় ও আবৃত্তি শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক যথাযথ উচ্চারণ শেখানোর কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, বানান সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য একটি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বজাতি নীতি, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব ও মূল্যবোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এই প্রাথমিক ভিত্তিভূমি তৈরি করা গেলেই পরবর্তী ‘করণীয়’গুলি ফলপ্রসূ হতে পারে দ্রুততার সঙ্গে এবং সার্থকতার সঙ্গে।

**প্রশ্ন:** বাংলা বানানের সমস্যার শ্রেণিবিভাগ করুন।

**উত্তর:** শিক্ষার্থীদের বানানের সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বানান সমস্যার কতকগুলি শ্রেণি বিদ্যমান। যেমন—

- (১) উচ্চারণ প্রসূত বানান সমস্যা।
- (২) গত্ববিধি ষত্ববিধি সংক্রান্ত বানান সমস্যা।
- (৩) ই, ঈ, উ, ঊ সংক্রান্ত বানান সমস্যা।
- (৪) সন্ধিজ্ঞান সংক্রান্ত বানান সমস্যা।
- (৫) সমাস সংক্রান্ত বানান সমস্যা।